নবিজির ﷺ রামাদান

বই	**নবিজির রামাদান**
লেখক	শাইখ হামদান আল-হুমাইদি রহ.
ভাষান্তর	সালিম আবদুল্লাহ
শরয়ি নিরীক্ষণ	মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী
বানান সমন্বয়	মাকামে মাহমুদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

নবিজির ﷺ রামাদান

শাইখ হামদান আল-হুমাইদি রহ.

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

নবিজির রামাদান

শাইখ হামদান আল-হুমাইদি রহ.

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

পিয়ান গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, শপ নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৫০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com**-এ

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২৬০, US $ 8, UK £ 5

NOBIJIR RAMADAN

Writer : Syekh Hamdan Al Humaidi Rh
Translated : Salim Abdullah

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, 2nd Floor, Shop # 42
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95377-5-5

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

রামাদান। ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের একটি। ঈমান জাগানিয়া এক মাস। চারদিকে পবিত্রতার এক পশলা ঝুমঝুম বৃষ্টি ঝরার মাস। তাকওয়ার মাস। গুনাহ্ মাফের শ্রেষ্ঠ মাস। শয়তান শৃঙ্খলিত হয় যে মাসে। অন্যান্য মাসের ইবাদতের সওয়াব গাণিতিক হারে বেড়ে যায় এ মাসে। সত্তুর থেকে সাতশ গুণ।

অফুরন্ত নিয়ামতের মাস রামাদান। আরবি মাসসমূহের নবম মাস—পবিত্র রামাদান মাস। এ মাসের গুরুত্ব ও ফজিলত অত্যধিক। হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এ মাস।

রামাদানের আগমনে বিশ্বনবি অনেক আনন্দিত হতেন। সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশে ঘোষণা দিতেন—

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ.

তোমাদের দরজায় বরকতময় মাস রামাদান এসেছে।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ঘোষণা দিয়ে এ মাসের বিশেষ ফজিলত বর্ণনা করতেন।

দুই.

আমরা যেকোনো কাজ করি না কেন—সেটা হতে পারে ব্যবসা, রাজনীতি, শিক্ষকতা ইত্যাদি; এ সকল কাজের মডেল বা নমুনা হলেন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আমাদের উত্তম আদর্শ।

ফজিলতপূর্ণ এ মাস আমাদের খুবই কাছে। এমন সময় *নবিজির রামাদান* শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। কেননা, পবিত্র রামাদানের যাবতীয় বিষয় 'নবিজি যেভাবে রামাদান পালন করেছেন' ঠিক সেভাবেই শাইখ হামদান আল-হুমাইদি রহ. রচিত এ বইয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো। সেভাবেই লেখক বইটি সাজিয়েছেন এবং নামকরণ করেছেন *নবিজির রামাদান*।

বইটি অনুবাদ করেছেন সালিম আবদুল্লাহ। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটির শরয়ি দিক নিরীক্ষণ করেছেন মুফতি মহিউদ্দীন কাসেমী এবং বানান সমন্বয় করেছেন মাকামে মাহমুদ। আল্লাহ তাদেরও উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটি প্রকাশে যথাসাধ্য সৌন্দর্য বিধানে চেষ্টা করেছি। ভুল এড়াতে যত্নবান থেকেছি। আল্লাহ আমাদের চেষ্টাকে কবুল করুন, ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। আল্লাহ মহাপবিত্র, খুঁতহীন ও সর্ব ত্রুটিমুক্ত। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লিম।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার। যিনি এখনো আমাকে, আপনাকে, পৃথিবীর সবাইকে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার তাওফিক দান করেছেন। অযুত কোটি দরুদ ও সালাম মনের রবি, ধ্যানের ছবি, নবিকুল শিরোমনি মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। যাঁর উসিলায় সৃষ্টি তামাম জাহান। যাঁর সীমাহীন চেষ্টার ফলপ্রসূতে আমি, আপনি এবং সকল মুসলিম ঈমানের সৌরভে এখনো আছি আমান।

আমি অধম সেই মহান ব্যক্তির সমুজ্জ্বল জীবনের অসামান্য একটি অংশ নিয়ে কলম ধরার তাওফিক পেয়েছি। বইটির নামকরণ করেছি *নবিজির রমাদান* নামে। মূল বইটি লিখেছেন প্রাজ্ঞ আলিম শাইখ আবদুল ফাত্তাহ্ হাম্মদান আল-হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ্। বইটি তিনি পাঁচটি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। হাদিসের ভান্ডার থেকে সহিহ্ আর হাসানের মিশেলে লিখেছেন *রামাদান : কামা আশাহুদ নাবি*।

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ্ হাম্মদান আল-হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ্ আরবের বাসিন্দা। আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের একজন বিদ্বান পণ্ডিত। তাঁর লেখার ধাঁচ অনেক সুন্দর; সুখপাঠ্য। পৃথিবীর মানুষ তাকে চেনেন *আওরাদু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত* নামক পুস্তিকাটির মাধ্যমে।

শাইখ হাম্মদান ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহুর অনুসারী। এজন্য বক্ষ্যমাণ বইটিকে তিনি তার মতো করে, তার মতাদর্শে সাজিয়েছেন। আমিও তার অনুসরণ করেই অনুবাদের চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছু মাসআলায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে। কারণ, আমরা বাংলাদেশের মানুষ, এ দেশের অধিকাংশ মুসলিম আহনাফ। তাই বেশ কয়েকটি জায়গায় আহনাফদের মতো করে সাজাতে হয়েছে; যাতে এ দেশের সর্বসাধারণ বিভ্রান্ত না হন

এবং মাসআলা নিয়ে দুর্বিপাকে না পড়েন। তবে মূল বিষয় ঠিক রেখেছি। মূল বিষয় থেকে এদিক-সেদিক যাইনি। হ্যাঁ, দেশ ভিন্নতার কারণে আরবি ভাবধারা সকলের বুঝে আসবে না বলে কিছু জায়গায় বিশ্লেষণধর্মী অনুবাদ করেছি। এজন্য টীকাও সংযোজন করতে হয়েছে। সর্বোপরি বইটি এ দেশের সব ধরনের মানুষের উপযোগী করে লেখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটি পড়ে পাঠক মহল সৃষ্টির সেরা মানব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রামাদানে অতিবাহিত দিনগুলোর স্বরূপ জানতে পারবেন। জানতে পারবেন আগমনি রামাদানকে বরণ করতে শাবান মাসে নবিজির দিনযাপন, রামাদানের শুভাগমনে এক আল্লাহে নবিজির নিবেদন, রামাদানের দিনগুলোতে নবিজির ঈমানি আন্দোলন, রাতের গভীরে নিবিড়ভাবে রবের তরে ক্রন্দন আর সালাত-কিয়ামে তাঁরই সান্নিধ্যে গমন। পাশাপাশি জানতে পারবেন নবিজির সাহরি-ইফতারের ধরন, সফরে নবিজির বিচরণ আর নবিজি থেকে সাহাবিগণের জ্ঞান আহরণ। এ ছাড়াও আরো অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

বইটি খুব স্বল্প সময়ে অনুবাদ করেছি। মূলত রামাদানকে উপলক্ষ্য করেই দিন-রাত জাগা। তাই ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবুও অনেকবার দেখেছি। ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এরপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে প্রকাশক বা অনুবাদককে জানিয়ে বাধিত করবেন।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা বটবৃক্ষের মতো অহর্নিশ ছাঁয়াদাতা মা-বাবার তরে, ধৈর্যের পাহাড় সহধর্মিণীর পানে, বিশেষ কৃতজ্ঞতা সুপ্রিয় তরুণ লেখক মাহদি হাসান ভাইয়ের জন্যে, সহস্রাধিক কৃতজ্ঞতা মহান রাব্বুল আলামিনের মহান শানে।

—সালিম আব্দুল্লাহ
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। নিজেদের সকল অনিষ্ট থেকে এবং প্রতিটি মন্দ কাজ থেকে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান, তাকে পথভ্রষ্ট করার মতো কেউ নেই। যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর মতোও কেউ নেই। আমরা সাক্ষ্য দিই—আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং তাঁর কোনো অংশীদারও নেই। আমরা এও সাক্ষ্য দিই—মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন—'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না।' [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন, 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন।' [সুরা নিসা, আয়াত : ১]

তিনি আরো বলেন—'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করবে।' [সুরা আহজাব, আয়াত : ৭০-৭১]

পরকথা—

নিশ্চয়ই সর্বোত্তম আলোচনা আল্লাহর কিতাব, সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ, নিকৃষ্টতম কাজ নবোদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবোদ্ভাবিত বিষয় বিদআহ (নতুন ফিতনার আহ্বায়ক) এবং প্রতিটি বিদআহ ভ্রষ্টতা, আর সমস্ত ভ্রষ্টতা নরকে নিক্ষেপিত হবে।

প্রিয় পাঠক,

আপনার সামনে উত্থাপিত *নবিজির রামাদান* শিরোনামে বক্ষ্যমাণ বইটি রামাদান মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায়োগিক প্রমাণ। অথবা আপনি বলতে পারেন—আলোচিত বইটি রামাদান মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনযাপন সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তির সন্তোষজনক জবাব।

বইটিতে আমি রামাদান মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনাতিপাতের সঠিক পদ্ধতি উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তবে ফকিহ আলাইহিমুর রাহমাদের মতবিরোধপূর্ণ মতামতগুলো এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। এ ছাড়াও রামাদানের ফজিলত সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা ও আলোচকদের দুর্বল ও জাল হাদিস দিয়ে বর্ণনাকৃত আলোচনাকে উপেক্ষা করেছি।

আল্লাহর শুকরিয়া, বইটিকে এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি, যা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য সহজবোধ্য এবং উপভোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

বক্ষ্যমাণ বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত—

এক. রামাদানের প্রারম্ভিকতায় নবিজির দিনযাপন

দুই. রামাদানের দিনগুলোতে নবিজির সিয়াম সাধনা

তিন. রামাদানের রাতগুলোতে নবিজির তারাবি ও নফল নামাজের দৃশ্যায়ন

চার. রামাদানের শেষ দশকে নবিজির কৃতসূচি

পাঁচ. রামাদানের বিদায় বেলায় নবিজির ধর্মাচরণ

একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম তাওফিকদাতা এবং তিনিই কেবল সঠিক পথের দিশারি। সেই মহান সত্তা ছাড়া কারো কোনো শক্তি-সাহস নেই, কারো কোনো কৌশল-চাতুর্য নেই।

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

রামাদানের প্রারম্ভিকে নবিজির দিনযাপন-১৩

শাবান মাসে নবিজির ﷺ সিয়াম পালন ১৫
নবিজির ﷺ চাঁদ দেখা ১৯
নবিজি ﷺ যেভাবে রামাদানকে গ্রহণ করতেন ২১
রামাদানে আমলের প্রতি নবিজির ﷺ উদ্বুদ্ধকরণ ২৩
রামাদানে নবিজির ﷺ ইবাদত ২৫
রামাদানে নবিজির ﷺ কুরআন তিলাওয়াত ২৮
রামাদানে নবিজির ﷺ বিনয় ৩২
রামাদানে নবিজির ﷺ দান-সাদাকা ও সহানুভূতি ৩৫
রামাদানে নবিজির ﷺ সৎকাজের আদেশ ৩৭

দ্বিতীয় পর্ব

রামাদানে নবিজির সিয়াম-সাধনা-৩৯

রামাদানে নবিজির ﷺ সিয়াম পালনের প্রস্তুতি ৪১
রামাদানে নবিজির ﷺ সাহরির গুরুত্ব ৪৩
রামাদানে নবিজির ﷺ সাহরি ৪৬
রামাদানে নবিজির ﷺ ফরজ গোসল ৪৮
রামাদানে নবিজির ﷺ স্ত্রীদের প্রতি আদর-ভালোবাসা ৫০
রামাদানে নবিজির ﷺ পানির ব্যবহার ৫২
রামাদানে নবিজির ﷺ মেসওয়াক ৫৪
রামাদানে তীব্র গরমে নবিজি ﷺ যা করতেন ৫৬
স্বেচ্ছায় সিয়াম ভাঙার ব্যাপারে নবিজির ﷺ বক্তব্য ৫৮
যেসব কারণে রোজা ভাঙবে অথচ আমরা উদাসীন ৬১
যেসব কারণে রোজা ভাঙবে না ৬২
ভুলে পানাহারে নবিজি ﷺ যা বলতেন ৬৩
রামাদানে হায়েজ-নেফাসসংক্রান্ত বিষয়ে নবিজির ﷺ বক্তব্য ৬৭

রামাদানে নবিজির ﷺ বিভিন্ন নির্দেশ ৭২
রামাদানে নবিজির ﷺ সফর ৭৪
রামাদানে নবিজির ﷺ মাগরিবের সালাত ৭৬
রামাদানে নবিজির ﷺ ইফতার ৮০

তৃতীয় পর্ব

রামাদানের নবিজির রাতযাপন-৮৭

রামাদানে নবিজির ﷺ রাতের সালাত ৮৯
রামাদানে নবিজির ﷺ তারাবির সালাত ৯২
রামাদানে নবিজির ﷺ তারাবির রাকাত ৯৯
তারাবির নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে কিছু কথা ১০৪
রামাদানে নবিজির ﷺ তারাবিতে কুরআন তিলাওয়াত ১১৯

চতুর্থ পর্ব

রামাদানের শেষ দশকে নবিজির আমল-১২৫

রামাদানের শেষ দশকে নবিজির ﷺ ইবাদত ১২৭
লাইলাতুল কদরে নবিজির ﷺ আমল ১২৯
শেষ দশকে বেজোড় রাতে নবিজির ﷺ আমল ১৩১
রামাদানে শেষ দশকে নবিজির ﷺ রাত্রি জাগরণ ১৩৪
লাইলাতুল কদরে নবিজির ﷺ আমলের নির্দেশ ১৩৬
নবিজির ﷺ ইতিকাফ ১৩৮

পঞ্চম পর্ব

রামাদানের শেষ দশকে নবিজি আরও যা করতেন-১৪১

নবিজির ﷺ জাকাত আদায় ১৪৩
নবিজির ﷺ সাদাকাতুল ফিতর আদায় ১৪৪
নবিজির ﷺ ঈদের নামাজ আদায় ১৪৮
ঈদের নামাজ আদায়ে নবিজির ﷺ নির্দেশ ১৪৯
ঈদের দিনে নবিজির ﷺ রোজা না রাখা ১৫২
ঈদের সালাতের পূর্বে নবিজির ﷺ প্রস্তুতি ১৫৪
পায়ে হেঁটে নবিজির ﷺ ঈদগাহে গমন ১৫৬
ঈদের সালাত শেষে ভিন্ন পথে নবিজির ﷺ বাড়ি ফেরা ১৫৭
প্রতিদিন নবিজি ﷺ যেভাবে দিনযাপন করতেন ১৫৮

প্রথম পর্ব

রামাদানের প্রারম্ভিকে

নবিজির ﷺ দিনযাপন

শাবান মাসে নবিজির ﷺ সিয়াম পালন

> রামাদান আগমনের পূর্বে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে শাবান মাসের রোজা রাখতেন।

আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> আমি রামাদান ছাড়া রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্য কোনো মাসের পুরো ২৯ বা ৩০ দিন রোজা রাখতে দেখিনি এবং শাবান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে তাঁকে অধিক পরিমাণে রোজা রাখতে দেখিনি।[১]

নবিজির পালকপুত্র উসামা বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

'আমি একদিন আরজ করলাম,

: ইয়া রাসুলাল্লাহ! শাবান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে আপনাকে এত বেশি রোজা রাখতে দেখি না কেন?

জবাবে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

---

[১] সহিহ্ মুসলিম, হাদিস : ১১৫৬।

: রজব এবং রামাদানের মধ্যবর্তী শাবান এমন একটি মাস, যে মাসে লোকেরা উদাসীন থাকে। অথচ এই মাসে যাবতীয় আমল-আচরণ বিশ্বচরাচরের অধিপতির কাছে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি চাই—রোজা রাখা অবস্থায় যেন আমার আমল উত্থাপিত হয়।'[২]

শাবান মাসে রোজা রাখার অভূতপূর্ব উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে কতক উপকার নিম্নে তুলে ধরছি—

১। এ মাসে আল্লাহর বান্দাদের বাৎসরিক যাবতীয় আমল মহান আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করা হয়। এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দ ছিল, আল্লাহ তাআলার কাছে যখন তাঁর সমস্ত আমল পেশ করা হবে তখন যেন তিনি রোজা অবস্থায় থাকেন।

২। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের আগমনে সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ শাবানের রোজাগুলো রাখতেন। ঠিক যেমন ফরজ নামাজের সম্মানার্থে তার পূর্বে সুন্নাত পড়া হয়।[৩]

৩। শাবান মাসের রোজা শরীরকে রামাদান মাসে রোজা রাখার জন্য প্রস্তুত করে। যাতে করে রামাদান আসার পূর্বেই মানুষ রামাদানের রোজার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারে এবং রামাদান এলে যেন রোজাগুলো সহজেই আদায় করতে পারে।[৪]

৪। শেষোক্ত এই ফায়দাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য; যা বর্ণনা করেছেন হাফেজ ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন—

রজব ও রামাদানের মধ্যবর্তী শাবান এমন একটি মাস, যে মাসে লোকেরা উদাসীন থাকে। নবিজির একথায় প্রমাণিত হয় যে, মানুষের উদাসীনতার সময়গুলোতে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর জোর দেওয়া উচিত। কারণ, উদাসীনতার সময় অনুগত হওয়া আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি বিষয়। যেমন সালাফগণের অনেকেই মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নামাজের মাধ্যমে কাটিয়ে দিতেন। তারা বলতেন, এ সময়টিতে উদাসীন থাকা হয়। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষারত সাহাবিদের মাঝে তাশরিফ নিতেন, তখন বলতেন—

---

[২] সুনানুন নাসায়ি, হাদিস : ২৩৫৭।

[৩] তাহজিবুস সুনান, ৩/৩১৮। গ্রন্থটির লেখক ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ শাবান মাসে রোজা রাখার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে এটি একটি কারণ।

[৪] ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৪৪৩।

'তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কেউ ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করে না।'[৫] অর্থাৎ বাকিরা উদাসীন থাকে; অথচ সময়টি গুরুত্বপূর্ণ।

নবিজির কথা থেকে প্রতীয়মান হয়, যে সময়ে সাধারণত কাউকে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন পাওয়া যায় না, সেসময়ে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকার ফজিলত ব্যাপক। এজন্যই হাদিসে মারফু[৬] ও হাদিসে মাওকুফে[৭] বাজারে আল্লাহর কথা আলোচনা করার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসগুলো অধ্যয়নের পর আবু সালেহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বাজারে আল্লাহর কথা আলোচনা করলে আল্লাহ তাআলা আনন্দিত হওয়ার কারণ হলো, বাজার উদাসীনতার আবাস এবং সেখানে অবস্থান করেও উদাসীনরা।

আবু জর থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে মারুফুতে এসেছে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন :

'আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন আর তিন ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। পছন্দনীয় তিন ব্যক্তি—

১। কিছু লোকের কাছে একজন সাহায্যপ্রার্থী উপস্থিত হলো, যাদের কারো সাথেই তার কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, অনন্তর সে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য কামনা করল। কিন্তু উপস্থিত সবাই সাহায্য করা থেকে বিরত থাকলো। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে গিয়ে সাহায্যপ্রার্থীকে এমন গোপনীয়তার সঙ্গে কিছু দান করল যে, ঐ ব্যক্তি এবং আল্লাহ ছাড়া দানের বিষয়টি অন্য কেউ জানলো না। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

২। মুসলিমদের একটি দল দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। এরপর রাতের শেষ প্রহরে যখন মানুষের কাছে ঘুম সর্বাধিক প্রিয় হলো, তখন সবাই ঘুমের জন্য জমিনে মাথা রেখে দিল। এমতাবস্থায় সে দলের একজন মুজাহিদ উঠে আল্লাহর দরবারে দুআ ও কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে পড়ল। এই ব্যক্তিকেই আল্লাহ পছন্দ করেন।

---

[৫] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ৫৬৬। সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৩৮।

[৬] যে হাদিসের সনদ বা সূত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে 'মারফু হাদিস' বলে। অর্থাৎ যে সূত্রের মাধ্যমে স্বয়ং নবিজির কোনো কথা, কোনো কাজ করার বিবরণ বা কোনো বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, সে সনদের ধারাবাহিকতা রাসুলুল্লাহ থেকে হাদিস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে এবং মাঝখান থেকে একজন বর্ণনাকারীও বাদ পড়েনি তা 'হাদিসে মারফু' নামে পরিচিত।

[৭] যদি কোনো হাদিসের সনদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত না পৌঁছে কেবল সাহাবি পর্যন্ত গিয়েই স্থগিত হয়- অর্থাৎ যা স্বয়ং সাহাবির হাদিস বলে সাব্যস্ত হয় তাকে 'হাদিসে মাওকুফ' বলে।

৩। এক ব্যক্তি কোনো এক জিহাদে শরিক হলো। একপর্যায়ে যুদ্ধে পরাজিত হলে সঙ্গীরা তাকে রেখে পলায়ন করলো। কিন্তু এ ব্যক্তি দুশমনের মোকাবিলায় নিজের বুক পেতে দিল। একপর্যায়ে সে হয়তো শাহাদাতবরণ করল অথবা আল্লাহ্ তাকে বিজয় দান করলেন।

অপছন্দনীয় তিন ব্যক্তি হলো—

বৃদ্ধ ব্যভিচারী। অহংকারী ভিক্ষুক। এবং সম্পদশালী জালেম ব্যক্তি।'[৮]

প্রথম তিন ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাদের নিজেদের মাঝে গোপনে পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একক। এজন্য আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন। সুতরাং যারা উদাসীনতার সময়গুলোতে আল্লাহ্র ইবাদাতে মগ্ন থাকে এবং রোজা থেকে লোকদের উদাসীনতার দিনগুলোতে রোজা রাখে, তারা উল্লিখিত তিন ব্যক্তিদের মতোই।[৯]

অনুবন্ধী

শাবান মাস রামাদানের আগমনের বার্তাবাহী হওয়াতে রামাদানে যেসব আমল; যেমন রোজা রাখা, কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি আমল করা হয়, সেসব আমল দিয়েই শাবান মাস শুরু করা যেতে পারে; যাতে রামাদানের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হওয়া যায়।

বিখ্যাত তাবেয়ি সালমা বিন কাহিল রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

'বলা হয়ে থাকে, শাবান মাস হলো কারি এবং ধার্মিকদের মাস।'

খলিফা মামুনুর রশিদের উজির হাসাস বিন সাহ্ল রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

'শাবান মাস রবকে ডেকে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে দুটি মর্যাদাপূর্ণ মাসের মাঝে অবস্থান দিয়েছ। আমারও কি কোনো মর্যাদা আছে?" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ বললেন, "তোমার মাঝে কুরআন তিলাওয়াতের আধিক্য দিয়েছি"।'[১০]

প্রসিদ্ধ তাবেয়ি আমর বিন কায়েস একজন আল্লাহ্র ওলি ছিলেন। তিনি যখন শাবান মাসের ঘনঘটা দেখতেন, তখন দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করতেন।

[৮] মুসনাদে আহমাদ ৫/১৫৩, শুআইব আরনাউত বলেন, হাদিসটি সহিহ।

[৯] লাতা-ইফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা : ১৩১।

[১০] লাতা-ইফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

নবিজির ﷺ চাঁদ দেখা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে নতুন চাঁদ না দেখে বা কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যদান ছাড়া রামাদানের রোজা শুরু করতেন না। যদি তিনি নিজে নতুন চাঁদ না দেখতেন বা কোনো প্রত্যক্ষদর্শী চাঁদ উদয়ের সাক্ষ্য না দিতেন, তাহলে শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করতেন।

পরিষ্কারভাবে চাঁদ দেখার আগে রোজা শুরু না করার বিষয়টি নবিজির স্পষ্ট বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'তোমরা (রামাদানের) চাঁদ দেখলেই কেবল রোজা রাখবে এবং (শাওয়ালের) চাঁদ দেখলেই কেবল রোজা রাখা বন্ধ করবে।'[১১]

আর প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় নির্ভরতার বিষয়টি নবিজির আমল থেকে বুঝে আসে। কারণ, নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষ্যকে গ্রহণ করেছিলেন; যা ইবনু উমর থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন—

'লোকেরা সেদিন চাঁদ দেখা না-দেখা নিয়ে মত্ত ছিল। এমনই সময় আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, 'আমি চাঁদ দেখেছি ইয়া রাসুলাল্লাহ!' এরপর তিনি সেদিন থেকেই রোজা রাখলেন এবং লোকদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।'[১২]

---

[১১] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ১৯০৯। সহিহু মুসলিম, হাদিস : ১০৮১।
[১২] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস : ২৩৪২।

ঘটনাক্রমে যদি চাঁদ দেখা না যায় বা কেউ যদি সাক্ষ্য না দেয় অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করতে হবে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'তোমরা কেবল চাঁদ দেখেই রোজা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোজা ছাড়বে। আর যদি চাঁদ দেখার বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়, (অর্থাৎ আকাশ প্রবল মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার দরুন চাঁদ দেখা না যায়) তাহলে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করবে।'[১৩]

নবিজি অন্যত্র বলেন—

'চাঁদ দেখা ব্যতীত রোজা রাখবে না এবং চাঁদ দেখা ব্যতীত রোজা ছাড়বে না। আর যদি তোমাদের এবং চাঁদ দেখার মাঝে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয়; তথা মেঘ, অন্ধকার অথবা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে ৩০ দিন পুরো করবে।'[১৪]

সতর্কতা

কিছু মানুষ সাবধানতাবশত শাবান মাসের ৩০তম দিনেও রোজা রাখে। অথচ সেদিন রোজা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'তোমাদের কেউ যেন (শাবান মাসের শেষের) এক দুই দিন রোজা রেখে রামাদানকে অগ্রবর্তী না করে। তবে হ্যাঁ, কারো যদি পূর্ব থেকেই মাসের শেষে রোজা রাখার অভ্যাস থাকে, তাহলে সে (শাবানের শেষের দিনেও রোজা) রাখতে পারবে।'[১৫]

উলামায়ে কিরাম বলেন—

'হাদিসের অর্থ হলো, শাবানের শেষের দিন রোজা রাখার মাধ্যমে তোমরা রামাদানকে এই সাবধানতার কারণে স্বাগত জানিয়ো না যে, হয়তো দিনটি রামাদান মাসের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, রামাদানে রোজা রাখার বিধানটি চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে শাবানের শেষের এক-দু দিন রোজা রেখে রামাদানকে অগ্রবর্তী করল, সে যেন রামাদানের বিধানকে দোষযুক্ত করার অপচেষ্টা করল।'

[১৩] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ১৯০৯।
[১৪] আসসিলসিলাতুস সাহিহা, হাদিস : ১৯১৭।
[১৫] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ১৯১৪। সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১০৮২।

নবিজি ﷺ যেভাবে রামাদানকে গ্রহণ করতেন

রামাদান যখন তার জৌলুস আর মহিমা নিয়ে আগমন করে তখন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সানন্দে তাকে গ্রহণ করেন এবং প্রফুল্লচিত্তে সাহাবিদেরকে রামাদানের আগমনি বার্তা দেন।

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রামাদানের শুভাগমন হলো। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

'যেই মর্যাদাপূর্ণ মাস তোমাদের মাঝে এসেছে, নিশ্চয় তাতে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত থেকে বঞ্চিত থাকবে, সে সমুদয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর প্রকৃত বঞ্চিতকেই কেবল এই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়।'[১৬]

অন্য এক হাদিসে আছে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'তোমাদের কাছে রামাদান এসেছে। যা মর্যাদাপূর্ণ একটি মাস। মহামহিম আল্লাহ্ এ মাসের রোজাকে তোমাদের ওপর ফরজ করেছেন। এ মাসে জান্নাতের সমুদয় দরজা উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সমস্ত শয়তানকে বেড়ি পরানো হয়। আল্লাহর কসম! এ মাসে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। তার কল্যাণ থেকে যাকে বঞ্চিত করা হয়, সে (চিরদিনের জন্য) মাহরুম হয়ে যায়।'[১৭]

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

'এই যে রামাদান তোমাদের মাঝে উপস্থিত। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলোকে তালাবদ্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।'[১৮]

---

[১৬] সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস : ১৬৪৪।
[১৭] সুনানুন নাসায়ি, হাদিস : ২১০৬।
[১৮] সুনানুন নাসায়ি, হাদিস : ২১০৩।

হাফেজ ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

'মুমিন কীভাবে জান্নাতের উন্মুক্ত দরজার কথা শুনে আনন্দিত হয় না? কেনই-বা পাপী ব্যক্তি জাহান্নামের বন্ধ দরজার কথা শুনে খুশি হয় না? বুদ্ধিমান কেন এমন সময়ের কথা শুনেও সুসংবাদিত হয় না, যে সময় শয়তানকে বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়? এমন সময়কে কি অন্য কোনো সময়ের সাথে তুলনা করা সম্ভব?'

আলোচিত হাদিসগুলো থেকে স্পষ্টরূপে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে রামাদানের আগমনি বার্তা দিয়ে সুসংবাদ দিতেন।

হাদিসের কিতাবগুলোতে রামাদানের ফজিলত সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেসব হাদিসও একধরনের শুভ সংবাদ। বলাবাহুল্য, সেসব হাদিসের সংখ্যা অগণিত। তন্মধ্যে কিছু হাদিস নিম্নে পেশ করা হচ্ছে :

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

'যখন রামাদান আগমন করে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলাবদ্ধ করা হয়।'[১৯]

উতবা বিন ফারকাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'রামাদান মাসে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো তালাবদ্ধ করা হয় এবং বিতাড়িত শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। আর প্রতি রাতে একজন আহ্বায়ক হাঁক ছেড়ে ডেকে বলে :

'হে কল্যাণকামী, জলদি এসো! হে অকল্যাণপ্রার্থী, সংযত হও!'[২০]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা কি আপনার কাছে রামাদান পৌঁছিয়ে একথা বলবেন, 'দূর হ'? আর আপনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ব্যর্থ হয়ে যাবেন? অথচ তিনি পরম করুণাময়!

ওয়াল্লাহি, কক্ষনো এমন হবার নয়। কারণ, তিনি নিজেই বলেন—

'আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। অথচ আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্য দানকারী সর্বজ্ঞ।'[২১]

---

[১৯] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১০৭৯।
[২০] সুনানুন নাসায়ি, হাদিস : ২১০৮।
[২১] সুরা নিসা, আয়াত : ১৪৭।

রামাদানে আমলের প্রতি নবিজির ﷺ উদ্বুদ্ধকরণ

> রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে রামাদানের রোজা, তারাবি এবং এ মাসের যাবতীয় আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করার এবং প্রতিটি আমলে প্রতিদান প্রত্যাশী হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতেন।

নবিজি সাহাবিদেরকে একনিষ্ঠতার সঙ্গে রামাদানের রোজা পালনে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাদেরকে বলতেন—

'যে ব্যক্তি রামাদান মাসে ঈমান ও ইহ্তিসাবের[২২] সাথে রোজা রাখবে, তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[২৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের মাঝে একনিষ্ঠতার সাথে তারাবির নামাজ আদায়কারীদের জন্য বিরাট প্রতিদান পাওয়ার কথা আলোচনা করে বলেন—

'যে ব্যক্তি রামাদান মাসে বিশ্বাস ও প্রতিদানের প্রত্যাশী হয়ে কিয়াম[২৪] করবে, তার অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[২৫]

বিশেষভাবে লাইলাতুল কদরের রাতে নামাজ আদায়ের কথা তুলে বলেন—

---

[২২] ঈমানের অর্থ তো আমরা বুঝি। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস রেখে...। কিন্তু ইহ্তিসাবের অর্থ আমাদের বোধগম্য নয়। ইহ্তিসাব হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে—এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে সন্তুষ্টচিত্তে রোজা ও অন্যান্য আমল করা।

[২৩] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ৩৮। সহিহ্ মুসলিম, হাদিস : ৭৬২।

[২৪] কিয়াম বলে দুই নামাজ উদ্দেশ্য; এক. তারাবির নামাজ। দুই. শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ।

[২৫] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ৩৭। সহিহ্ মুসলিম, হাদিস : ৭৫৯।

'যে ব্যক্তি কদরের রাতে বিশ্বাস ও প্রতিদান প্রত্যাশী হয়ে রোজা রাখবে, তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[২৬]

সুতরাং যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি কামনায় প্রতিদান প্রত্যাশী হয়ে রামাদানের রোজা রাখবে, তারাবি, তাহাজ্জুদ ও লাইলাতুল কদরে দাঁড়াবে আল্লাহ্ তাআলা তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। একনিষ্ঠতার বাস্তবিক প্রমাণ পাওয়া যাবে তখনই, যখন সে আল্লার পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে, নামাজ-রোজার জন্য নিজের অন্তরকে একনিষ্ঠ করবে, রোজাকে নিজের ওপর বোঝা মনে করবে না, রোজা রেখে দিবসকে অনেক দীর্ঘ মনে করে আফসোস করবে না।[২৭]

অথচ নামাজ-রোজা-তারাবিকে আমরা নিজেদের ওপর বোঝা মনে করে নিজেদের অধিকার আদায়ে কতটা ভুল করি। রোজা রেখে বলি কই, প্রতিদানের কিছুই তো দেখছি না! অথচ গোড়াতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছি, সেদিকে কোনো দৃষ্টিই দিই না। প্রতিদানের ব্যাপারে যে নিশ্চিত থাকতে হবে, সেটাও মানি না! তাহলে প্রতিদান পাব কী করে?

---

[২৬] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ১৯০১। সহিহু মুসলিম, হাদিস : ৭৬০।
[২৭] দেখুন- ফাতহুল বারি, ৪/১১৫।